দুনিয়ার মজদুর ওক হও!

১৮ জন কমরেড তপন মাহমুদ-এঁর ১৯তম শহীদ দিবস পালন করুন

"আমাদের কাজ ব্যাপক জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, অস্ত্র সজ্জিত করা এবং জনযুদ্ধের মাধ্যমে জনগণের রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠা করা।" **— কমরেড চারু মজুমদার**

সংগ্রামী জনগণ,

২০০৮ সালের ১৮ জুন কমরেড তপন মাহমুদ শহীদ হন। তৎকালীন সেনাশাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দেশে খুনী RAB বাহিনী কমরেড তপন ও কমরেড রিতাকে ক্রসফায়ারের ভুয়া নাটক সাজিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় হত্যা করে। কমরেড তপন মাহমুদ ছিলেন পূর্ব বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) (জনযুদ্ধ)-এর সম্পাদক।

কমরেড তপন ঝিনাইদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পার্টি-প্রভাবিত অঞ্চল হওয়ার কারণে শৈশবকাল থেকেই তিনি বিপ্লবী রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীতে পূর্ব বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)-এর জেলা কমিটি ও বিভাগীয় কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নব্বই দশকে কারারুদ্ধ হন। একবার পার্টির দুঃসাহসিক অভিযানের সাফল্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর গাড়ি থেকে তিনি পরিকল্পনামাফিক পালাতে সক্ষম হন। এর ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র ভীত হয়ে পড়ে। কৃষিবিপ্লবী রাজনীতির আলোকে কমরেড তপন গ্রামাঞ্চলে সংগ্রাম গড়ে তোলেন। তিনি স্থানীয় শোষকশ্রেণী, গণবিরোধী রাজনৈতিক দলের গণশত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে বিকশিত করেন। একইসাথে এই শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের পাহারাদার রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধেও শহরাঞ্চলে বেশ কিছু সশস্ত্র হামলা সংঘটিত হয় তাঁর পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে। কমরেড তপন, কথিত 'বিপ্লবী রাজনীতি'-র নামে আত্মসমর্পণের নাটককে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সুবিধাবাদী-সংশোধনবাদী রাষ্ট্রের অনুগত দালালদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করেন। যার ফলে তৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয় আত্মসমর্পণের নাটক সমাপ্ত হয়েছিল।

তৎকালীন পার্টির মধ্যে অমীমাংসিত আন্তঃসংগ্রামের প্রক্রিয়ায় পার্টি বিভক্ত হলে কমরেড তপন সিপিইবি (এম-এল) (জনযুদ্ধ)-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ইতোপূর্বে তিনি অবিভক্ত পার্টির কেন্দ্রীয়-সদস্য ছিলেন। নানা সীমাবদ্ধতা, এতটা বিচ্যুতি সত্ত্বেও কমরেড তপন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে পিছ-পা হননি। রাষ্ট্র ও শোষকশ্রেণীর পরিকল্পনা থাকে সর্বদা বিপ্লব ও বিপ্লবীদের মর্যাদা হানি করা, যা আজকের যুগের প্রতিক্রিয়াশীল-মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধেরই অংশ।

বন্ধুগণ, বর্তমান সময়েও শাসক-শোষকশ্রেণী সাধারণ শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের উপর তীব্রতম শোষণ-অত্যাচার জারি রেখেছে। শ্রমিক-কৃষকের জীবন সর্বদা অনিশ্চয়তা-হতাশাময় ও অনিরাপদ। আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি ও সামন্ত শ্রেণী ক্ষমতায় বসে নিজ নিজ শ্রেণী-স্বার্থ ও তাদের প্রভু সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের জন্য মুনাফা অর্জনে ব্যস্ত। শুধু পূর্ববাঙলা নয়, সমগ্র বিশ্ব আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রুশ-চীন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের বিভীষিকাময় ফল ভোগ করছে। সারাবিশ্বের শান্তিকামী সাধারণ জনগণ বিভিন্ন প্রান্তে অন্যায়-যুদ্ধের শিকারে পরিণত হয়েছে। তবুও ভারত, ফিলিপাইন, তুরস্কসহ দেশে দেশে জনযুদ্ধ চলমান রয়েছে।

কমরেড তপন মাহমুদ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের আলোকে আধা-উপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক এই ব্যবস্থায় জনগণের মুক্তির পথ হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধকেই একমাত্র পথ বলে গণ্য করেছিলেন; মহান নকশালবাড়ী কৃষক-অভ্যুত্থান ও কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন; শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন-দরিদ্র কৃষকের গেরিলা বাহিনীর বিকাশের মধ্য-দিয়ে শ্রেণীশত্রু খতম ও ক্রমান্বয়ে বাহিনী বিস্তারের প্রক্রিয়ায় ঘাঁটি-প্রতিষ্ঠার কৃষিবিপ্লবী লাইন প্রয়োগে ছিলেন সচেষ্ট।

আসুন, কমরেড তপন মাহমুদ সহ হাজারের অধিক বিপ্লবীর রক্তরাঙা পথে, সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্র অভিমুখী জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলা কায়েম করি। মার্কিন সহ সকল সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তাদের এদেশীয় দালালদের শোষণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ আঁকড়ে ধরি।

কমরেড তপন মাহমুদ— জিন্দাবাদ!
মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ— জিন্দাবাদ!
কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষা— জিন্দাবাদ!

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি

জুন ২০২৬